BANGLAR LOK-SANGASKRITI : RUPE O RUPANTARE

Edited by : Dr. Basanti Majumdar & Dr. Md Intaj Ali

গ্রন্থস্বত্ব : বাসন্তী মজুমদার

প্রকাশক : লোক ভারতী পাবলিকেশন
গ্রীন পার্ক, ঢালুয়া, কলকাতা – ৭০০১৫২
মুঠোফোন : ৯০৪৬৪৭৪৮৬৬

প্রচ্ছদ : সন্দীপ মজুমদার, গ্রীন পার্ক, ঢালুয়া, কলকাতা – ৭০০১৫২,
মুঠোফোন : ৯০৪৬৪৭৪৮৬৬

প্রথম প্রকাশ : ৩০শে নভেম্বর, ২০১৯

ISBN : 978-81-940682-3-5

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

পরিবেশক
দে'জ পাবলিশিং, ধ্যানবিন্দু
কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
লেজার সেটিং : সম্বুদ্ধ সান্যাল, ৭৯০৮৪৫৩৭০৪
বাদকুল্লা, নদীয়া
মুদ্রক : এস এস প্রিন্ট
৮, নরসিংহ লেন, কলকাতা - ৯

বিনিময় : ৬০০ টাকা মাত্র

Prasanta Kumbhakar

Scanned with OKEN Scanner

ISBN : 978-81-940682-3-5
* Banglar Lokosamskriti : Rupe O Rupantore.

ভাদুগানে পৌরাণিক প্রসঙ্গ : রূপে ও রূপান্তরে

ভাদুগান হল লোকগান যা সীমান্তরাঢ়ের লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। আর লোকসাহিত্যে প্রতিফলিত হয় মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম- প্রীতি-ভালোবাসা। বিশেষত মেয়েদের চিন্তাভাবনার চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবিই হল ভাদুগান। এতে রয়েছে অতীত ও বর্তমানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাথে সাথে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হল ভাদুগানে পৌরাণিক প্রসঙ্গের রূপান্তর নিয়ে।

এই প্রসঙ্গে প্রবেশ করার পূর্বে ভাদুগান সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা যেতে পারে। শ্রী সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' অনুযায়ী 'ভাদু' হল ভাদ্রমাসের একপ্রকার ব্রতানুষ্ঠানের দেবী, লৌকিক দেবী ভদ্রাবতী।[১] আমাদের দেশে এমনকি বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ঋতু বা মাস নিয়ে কিছু দেব-দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। এই দেব-দেবীরা পৌরাণিক অথবা লৌকিক। আমাদের বসন্তকালের দেবী বাসন্তী। তেমনি আম্মাপিরীম্মা নামে এক রোমান দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি হলেন বসন্তের দেবী। মার্চ মাসের ১৫ তারিখ অথবা মার্চের মাঝামাঝি সময় এই দেবীর উৎসব পালন করা হয়।[২] ভাদুও ভাদ্রমাসের গানের দেবী। ভাদু শব্দটি ভাদুগান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। শব্দটি সম্ভবত ভাদ্র শব্দ থেকে এসেছে। তাই ভাদুকে বলা যেতে পারে 'দেবী অফ্ অটামনাল ফোকলোর'। ভাদুগানে রাজকন্যা ভদ্রাবতীর কথা নেই বললেই চলে কিন্তু ভাদ্রমাস প্রসঙ্গে প্রচুর তথ্য আছে। যেমন -

"আষাঢ়মাসে চাষ করেছি
আনবো ভাদু ভাদরে,
দামুদরে বান ডেকেছে
খেয়ালাউ নাই চলে...।[৩]

এছাড়াও ভাদ্রমাসের ফুল-ফল-শস্য, ভাদ্রমাসের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্খা ভাদুগানে প্রচুর স্থান দখল করেছে। ভাদ্রমাসে যখন মাঠে মাঠে সবুজ ধানের কচি কচি গোছা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে গ্রামের মানুষদের আশ্বাস দেয়, অভাব-অনটনের পর স্বচ্ছলতার বার্তা বহন আনে, তখনকার উৎসবের দেবী ভাদু।অর্থাৎ এবার ফসল আসছে , অভাব -অভিযোগ মিটবে, মনের বাসনা মেটাবার দিন আগত। মেয়েদের এই বিশেষ বিশেষ ভাবগুলির বহিঃপ্রকাশ ভাদুগানে স্থান পেয়েছে।

প্রশান্ত কুম্ভকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া
Prasanta Kumbhakar

Scanned with OKEN Scanner